সংক্ষিপ্ত পটভূমি

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْ نَ عَلَى النَّبِيِّ ۭ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ ا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

নিশ্চয় আল্লাহ (ঊর্ধ্ব জগতে ফেরেশতাদের মধ্যে) নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দু'আ করে। হে ঈমানদারগণ, তোমরাও নবীর উপর দরূদ পাঠ করো এবং অধিক পরিমাণে সালাম পাঠাতে থাক।[১]

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে এ ছিল মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী ও নির্দেশিকা।

লেখকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ فَجَعَلَهٗ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا. وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا. وَجَعَلَ فِيْهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ - وَفَجَّرَ لَهُمْ يَنَابِيْعُ الرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانَ تَفْجِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ-

১৯৭৬ সালের মার্চ মাস। ১৩৯৬ হিজরির রবিউল আউয়াল মাস। করাচীতে প্রথম বিশ্ব মুসলিম সীরাত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মক্কার রাবেতায়ে আলমে ইসলামী এ সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে বিশ্বের সকল লেখকের প্রতি এক অভিনব আহ্বান জানানো হয়। রাবেতার পক্ষ থেকে প্রচারিত এ আহবানে বিশ্বের জীবন্ত ভাষাগুলোতে রাসূলে মাকবুল ﷺ-এর জীবনী রচনার কথা বলা হয়। এ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের প্রথম পাঁচজনকে পুরস্কার দেয়া হবে বলেও ঘোষণা করা হয়।

---

১. সূরা আহযাব : আয়াত-৫৬।

জেদ্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়ত বিভাগের শিক্ষক সীরাতুন্নবী ও ইসলামের ইতিহাস বিশেষজ্ঞ। তাঁরা হলেন– ডক্টর ইবরাহীম আলী শউত, ডক্টর আবদুর রহমান ফাহমি মুহাম্মাদ, ডক্টর মুহাম্মাদ সাঈদ সিদ্দিকী, ডক্টর ফিকরি আহমাদ ওকায, ডক্টর আহমাদ সাইয়েদ দারাজ, ডক্টর ফায়েক বাকর সওয়াফ, ডক্টর শাকের মাহমুদ আবদুল মোনয়েম, ডক্টর আবুল ফাত্তাহ মানসূর।

এ কমিটির বিশেষজ্ঞরা পর্যায়ক্রমিক বাছাইয়ের পর এ ৫টি পাণ্ডুলিপির জন্য পাঁচজনকে পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত ঘোষণা করে। ১. আর রাহীকুল মাখতূম (আরবী), সফিউর রহমান মুবারকপুরী, জামেয়া সালাফিয়া, বেনারস, ভারত-প্রথম, ২. খাতামুন নাবীয়্যীন (ইংরেজি) ডক্টর মাজেদ আলী খান, জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া-দিল্লী, ভারত–দ্বিতীয়, ৩. পয়গাম্বরে আযম ওয়া আখের (উর্দু) ডক্টর নাসির আহমদ নাসের, ভাইস চ্যান্সেলর জামেয়া ইসলামিয়া, ভাওয়ালপুর, পাকিস্তান-তৃতীয়, ৪. মুনতাকান নকুল ফী সিরাতে আ'যামির রাসূল (আরবি) শাইখ হামেদ মাহমুদ ইবনে মুহাম্মদ মানসুর লেমুদ জিজাহ, মিসর-চতুর্থ, ৫. সীরাতুন নাবিয়্যীল হুদাওয়ার রাহমাহ (আরবি), ওস্তাদ আবদুস সালাম হাফেজ, মদিনা মোনাওয়ারা সউদী আরব–পঞ্চম।

নায়েবে সেক্রেটারী জেনারেল শেখ আলী আল মোখতার এ বিবরণের পর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর আমাকে আমার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার অনুরোধ করা হয়। আমি আমার বক্তব্যে ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারের জন্য রাবেতাকে কিছু কৌশল ও কর্মপন্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করি। এর ফলাফল কি হতে পরে সে বিষয়েও আলোকপাত করি। রাবেতার পক্ষ থেকে পরামর্শ গ্রহণের আশ্বাস দেয়া হয়। এরপর আমীর সউদ ইবনে আবদুল মোহসেন পর্যায়ক্রমে পাঁচজনের হাতে পুরস্কারের অর্থ ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন। পুরস্কার বিতরণ শেষে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১৭ রবিউল আউয়াল মদিনায় গেলাম। পথে বদর প্রান্তর প্রত্যক্ষ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রওজা মোবারক যিয়ারত করলাম। কয়েকদিন পর এক সকালে খায়বরে গেলাম। ঐতিহাসিক দুর্গগুলো ভেতর ও বাইরে থেকে দেখলাম। এদিক সেদিক ঘুরে বিকেলে ফিরে এলাম মদিনায়। দু'

নতুন সংস্করণের জন্যে
রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর
সেক্রেটারী জেনারেলের ভূমিকা

সুন্নতে নববী হচ্ছে এক জীবন্ত আদর্শ। এর আবেদন থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। এ আদর্শের বর্ণনা, এ আদর্শ সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা আল্লাহর রাসূলের আবির্ভাবের সময় থেকেই শুরু হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। প্রিয় নবীর আদর্শ মুসলমানদের জন্যে এক বাস্তব নমুনা ও ঘটনাবহুল কর্মসূচি। এর আলোকে মুসলমানদের কথা ও কাজ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবে এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে মানুষের সম্পর্ক, আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বন্ধুদের সাথে মানুষের সম্পর্ক আল্লাহর রাসূলের আদর্শ অনুযায়ী হওয়া উচিত।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا۔

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। যারা আল্লাহপাকের রহমত আশা করে এবং আখিরাত কামনা করে আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে।"[৩]

হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র কেমন ছিল? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ" পবিত্র কুরআনই ছিল তাঁর চরিত্র।

কাজেই যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কাজে আল্লাহপাকের পথের পথিক হতে চায় এবং দুনিয়া থেকে মুক্তি পেতে চায়, তার জন্য আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। এ ধরনের মানুষকে যথেষ্ট ভেবে-চিন্তে, বুঝে-শুনে অবিচল বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর রাসূলের সীরাত অনুসরণ করতে হবে। তাকে বুঝতে হবে যে, এটাই হচ্ছে পরওয়ারদেগারের

---

৩ সূরা আল আহযাব : আয়াত-২১

রাবেতা আলমে ইসলামী
মক্কার সাবেক সেক্রেটারী জেনারেলের অভিমত

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন তাঁর প্রিয় রাসূলকে মাকামে শাফায়াত এবং উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। তাঁকে ভালোবাসার জন্যে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহপাককে ভালোবাসার প্রমাণ দেয়া হবে বলে আমাদের জানিয়েছেন।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বলেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ـ

"হে নবী, আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহপাককে ভালোবেসে থাকো, তাহলে আমার আনুগত্য করো, আল্লাহপাক তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহগুলো মাফ করবেন।[৫]

আল্লাহপাকের প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি অন্তরে একটা আকর্ষণ অনুভূত হয় এবং তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকেই মুসলমানরা আল্লাহর রাসূলের প্রশংসা করে চলেছে এবং তাঁর পবিত্র সীরাতের প্রচার প্রসারে রীতিমতো প্রতিযোগিতাসূলভ মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলেছে। আল্লাহর প্রিয় রাসূলের কথা, কাজ এবং চরিত্রই হচ্ছে তাঁর সীরাত। হযরত আয়েশা رضي الله عنها বলেছেন, خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ 'পবিত্র কুরআন'ই হচ্ছে তাঁর চরিত্র। কুরআনে কারিম হচ্ছে আল্লাহপাকের কিতাব এবং আল্লাহপাকের বাণী সমষ্টি। কাজেই যে মহান ব্যক্তিত্ব কুরআনের প্রতিচ্ছবি, তিনি অবশ্যই সকল মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং পরিপূর্ণ। তিনি সমগ্র মাখলুকের ভালোবাসা পাওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত।

আল্লাহর রাসূলের প্রতি মুসলমানরা সবসময়ই ভালোবাসার প্রমাণ দিয়ে এসেছে। সেই প্রমাণের অংশ হিসেবেই ১৩৯৬ হিজরিতে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত প্রথম সীরাত সম্মেলনটি হয়েছে। এ সম্মেলনে রাবেতায়ে আলমে ইসলামী

---

৫. সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৩১।

সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য রাবেতায়ে আলমে ইসলামী বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে। পুরস্কারপ্রাপ্তদের বিবরণ নিম্নরূপ :

(১) প্রথম পুরস্কার, শাইখ সফিউর রহমান মুবারকপুরী, জামেয়া সালাফিয়া, ভারত, ৫০ হাজার সউদী রিয়াল।

(২) দ্বিতীয় পুরস্কার, ডক্টর মাজেদ আলী খান, জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া, নয়াদিল্লী, ভারত, ৪০ হাজার সউদী রিয়াল।

(৩) তৃতীয় পুরস্কার, ডক্টর নাসির আহমাদ নাসের, ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভাওয়ালপুর, পাকিস্তান, ৩০ হাজার সউদী রিয়াল।

(৪) চতুর্থ পুরস্কার, ওস্তাদ হামেদ মাহমুদ মুহাম্মাদ মানসুর লিমুদ, মিশর, ২০ হাজার সউদী রিয়াল।

(৫) পঞ্চম পুরস্কার, ওস্তাদ আবদুস সালাম হাশেম হাফেজ, মদীনা মুনাওয়ারা, সউদী আরব, ১০ হাজার সউদী রিয়াল।

রাবেতায়ে আলমে ইসলামী ১৩৯৮ হিজরিতে করাচীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী সম্মেলনের বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করে। সকল সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থায় এ খবর পাঠানো হয়। পুরস্কার বিতরণের জন্য রাবেতা ১৩৯৯ হিজরির ১২ই রবিউল আউয়াল সকালে মক্কায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মক্কার গভর্নর আমীর ফাওয়ায ইবনে আবদুল আজিজের সেক্রেটারী আমীর সউদ এ অনুষ্ঠান তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেন।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা হয় যে, পুরস্কারপ্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলো পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ভাষায় ছেপে বিতরণ করা হবে। সেই ঘোষণা অনুযায়ী শেখ সফিউর রহমান মুবারকপুরীর আরবি পাণ্ডুলিপি প্রথমে প্রকাশ করে পাঠকদের কাছে পেশ করা হয়েছে। তিনি প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য পাণ্ডলিপিও প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে দু'আ করি, তিনি যেন আমাদের আমলগুলো তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য নিবেদন করার তাওফিক দেন এবং নেক আমলগুলো যেন তিনি কবুল করেন। নিঃসন্দেহে তিনি আমাদের উত্তম অভিভাবক, উত্তম সাহায্যকারী।

শায়খ মুহাম্মাদ আলী আল হারাকান
সেক্রেটারী জেনারেল
রাবেতায়ে আলমে ইসলামী
মক্কা মুকাররমা

বাংলা ভাষায় বইটির অনুবাদ ও প্রকাশনা সম্পর্কে কিছু কথা

আল হামদুলিল্লাহ,

এক সুদীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে আমরা মহানবীর বহুল আলোচিত ও প্রশংসিত জীবনীগ্রন্থ **'আর-রাহীকুল মাখতূম'** বাংলা ভাষাভাষি মুসলমানদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছি।

আর রাহীকুল মাখতূম কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলার ব্যবহৃত একটি বাক্যাংশ, যার অর্থ ছিপি আঁটা উত্তম পানীয়, সূরা আল মুতাফ্‌ফিফীন-এ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেক বান্দাহদের পুরস্কার হিসেবে জান্নাতে এ পানীয় সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রিয়জনদের জন্য এ পানীয় 'শুধু ছিপি আঁটা' বোতলেই তিনি ভরে রাখেননি–পাত্রজাত করার সময় এতে কুস্তুরীর সুগন্ধিও তিনি মেখে রেখেছেন।

কুরআন মাজীদে বর্ণিত আর 'রাহীকুল মাখতূম' মুমেনদের জন্যে সত্যিই এক শ্রেষ্ঠ পাওনা, যাদের জন্যে এ মহা আয়োজন তাদের সর্দারের জীবনীগ্রন্থ আর রাহীকুল মাখতূম সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী একটি ভিন্ন স্বাদের সীরাত গ্রন্থ। এমন একটি গ্রন্থ রচনা করে সীরাতের মহান পণ্ডিত আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী একটি অসামান্য কাজ সম্পাদন করেছেন সন্দেহ নেই, মূলত এর মাধ্যমে তিনি জমিনের রাহীক-এর সঙ্গে আসমানের রাহীক-এর এক ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করে দিয়ে গেলেন।

আর রাহীকুল মাখতূম বইটির বিশ্বব্যাপী আবেদন ও অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা সম্পর্কে আমি আমার নিজের থেকে আর কিছুই বলতে চাই না, মূল বইয়ের শুরুতে লেখকের মূল্যবান গ্রন্থ পরিচিতি, রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর মতো বিশ্ব মুসলিমের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার দু' দু'জন মহাসচিবের প্রতিবেদনের পর এ বিষয়ে আসলেই আর কিছু বলার থাকে না। মূল পুস্তকের গভীরে যাওয়ার আগে একবার এ পটভূমিকার কথাগুলো পড়ে নিলে সহজেই আপনি একথাটা বুঝতে পারবেন যে, বিশ্বজোড়া প্রতিযোগিতায় ১১৮২টি পুস্তকের মধ্যে এ বইটিকে কেন বিরল সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে, কোন্ সে বৈশিষ্ট্য, যে কারণে বইটি যুগের সেরা সীরাত গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। সারা দুনিয়ার রাসূল প্রেমিকরা মনে হয় এমন একটি সীরাত গ্রন্থের জন্যে বহুদিন ধরে অপেক্ষা করছিল– যাকে

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
• সংক্ষিপ্ত পটভূমি	০৩
• লেখকের কথা	০৩
• নতুন সংস্করণের জন্যে রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেলের ভূমিকা	০৯
• রাবেতা আলমে ইসলামী মক্কার সাবেক সেক্রেটারী জেনারেলের অভিমত	১২
• লেখক পরিচিতি	১৫
• নতুন সংস্করণ প্রকাশে লেখকের ভূমিকা	১৯
• বাংলা ভাষায় বইটির অনুবাদ ও প্রকাশনা সম্পর্কে কিছু কথা	২০
• মুনাজাত	৪১
• আরবের ভৌগোলিক সীমানা এবং বিভিন্ন জাতির অবস্থান	৪৩
• আরব জাতি ও তাদের গোত্রগত অবস্থান	৪৪
• আরবের নেতৃত্ব ও শাসনব্যবস্থা	৫৮
• ইয়ামানের বাদশাহী	৫৮
• হীরার রাজত্ব	৬১
• সিরিয়ার বাদশাহী	৬৪
• মক্কায় মানব বসতি স্থাপন	৬৪
• কুসাইয়ের মর্যাদা ও সফলতা	৭০
• আরবের অন্যান্য অংশের প্রশাসনিক খণ্ড চিত্র	৭৩
• জাযিরাতুল আরবের রাজনৈতিক অবস্থা	৭৪
• আরবদের ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় মতবাদ	৭৬
• দ্বীনে ইবরাহীমে কুরাইশদের বিদআত	৮৮
• ভ্রান্ত বিশ্বাসী আরবদের কাছে তাওহীদের বাণী	৯৪

বিষয় পৃষ্ঠা

- হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর সঙ্গে বিবাহ ২৭১
- পবিত্র মেরাজ ২৭২
- প্রথম বাইআতে আকাবা ২৮০
- মদীনায় ইসলাম প্রচারকের দল ২৮১
- আশাতীত সফলতা ২৮১
- ঈর্ষণীয় সাফল্য ২৮১
- দ্বিতীয় বাইআতে আকাবা ২৮৪
- পরিস্থিতির নাজুকতা ব্যাখ্যা ২৮৫
- বাইআতের ঐতিহাসিক দফা ২৮৬
- বাইআতের গুরুত্ব বয়ান ২৮৭
- বাইআতের পূর্ণতা লাভ ২৮৯
- বারোজন নকীবের নাম পরিচয় ২৮৯
- শয়তান কর্তৃক চুক্তির তথ্য ফাঁস ২৯০
- মদীনার নেতাদের সঙ্গে কুরাইশদের বিতর্ক ২৯১
- হিজরতকারী মুসলমানদের সর্বপ্রথম দল ২৯৩
- দারুণ নদওয়ায় কুরাইশদের বৈঠক ২৯৬
- গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বৈঠকে রাসূলকে হত্যার প্রস্তাব ২৯৮
- কুরাইশদের ষড়যন্ত্র এবং আল্লাহর নিরাপত্তা হেফাজতে নবীজির হিজরত ৩০০
- আল্লাহ্‌র রাসূলের বাড়ি ঘেরাও ৩০১
- হিজরতের উদ্দেশ্যে মহানবীর গৃহত্যাগ ৩০৪
- ঘর থেকে গারে সাওর ৩০৫
- সাওর পর্বতের গুহায় যা ঘটে ৩০৬
- কুরাইশদের উন্মত্ততা ৩০৮
- মদীনার পথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩০৯
- মদীনার পথে পথে যা ঘটে ৩১১
- রাসূলের কোবায় আগমন ৩১৮
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদীনায় প্রবেশ ৩২০

বিষয় পৃষ্ঠা

- বিজয়ের সম্মাননা ৪০০
- যুদ্ধ বন্দিদের প্রসঙ্গ ৪০১
- পবিত্র কুরআনে এ যুদ্ধের পর্যালোচনা ৪০৪
- অন্যান্য বিচ্ছিন্ন ঘটনা ৪০৫
- বদর যুদ্ধের পরবর্তী সামরিক তৎপরতা ৪০৬
- এক. বনি সুলাইমের যুদ্ধ ৪০৭
- দুই. আবার মহানবী ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ৪০৮
- তিন. বনি কায়নুকার যুদ্ধ ৪১১
- ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের একটি নমুনা ৪১১
- বনি কাইনুকার চুক্তি ভঙ্গ ৪১৩
- অবরোধ-আত্মসমর্পণ-নির্বাসন ৪১৫
- চার. সাভিক বা ছাতুর যুদ্ধ ৪১৬
- পাঁচ. গাযওয়ায়ে যূ-আমর ৪১৮
- ছয়. কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যা ৪১৮
- সাত. বুহরানের যুদ্ধ ৪২৪
- আট. সারিয়্যাতু যায়েদ ইবনে হারিসা ৪২৪
- ওহুদ যুদ্ধ, কুরাইশদের প্রতিশোধমূলক যুদ্ধের প্রস্তুতি ৪২৬
- কুরাইশদের প্রস্তুতি ৪২৮
- মদীনায় কুরইশদের আক্রমণের সংবাদ ৪২৯
- কুরাইশী আক্রমণের তথ্য ফাঁস মদীনায় ৪২৯
- পরিস্থিতি মোকাবেলার জরুরী ব্যবস্থা ৪২৯
- কুরাইশ বাহিনী মদীনার সন্নিকটে ৪৩০
- মজলিসে শূরার বৈঠকে প্রতিরক্ষা পরামর্শ ৪৩০
- ইসলামী বাহিনীর বিন্যাস এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে যাত্রা ৪৩২
- সৈন্যদল পরিদর্শন ৪৩৪
- ওহুদ ও মদীনার মাঝে রাত যাপন ৪৩৪
- মুনাফেকদের বিশ্বাসঘাতকতা ৪৩৪
- ওহুদের পাদদেশে মুসলিম সৈন্য ৪৩৬

বিষয় পৃষ্ঠা

- যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং খায়বারের দূর্গ ৬৩৩
- লড়াইবিহীন স্যারেন্ডার ও মুসলিম সেনা শিবির ৬৩৪
- যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং খায়বার বিজয়ের সুসংবাদ ৬৩৫
- যুদ্ধের সূচনা এবং নায়িম দূর্গ বিজয় ৬৩৫
- সা'ব ইবনে মুয়াজ দূর্গ বিজয় ৬৩৭
- যুবাইর দূর্গ বিজয় ৬৩৮
- উবাই দূর্গ বিজয় ৬৩৯
- নিযার দূর্গ বিজয় ৬৩৯
- খায়বারের বিজয় ৬৪০
- সন্ধির আলোচনা ৬৪১
- ওয়াদা ভঙ্গের কারণে আবুল হুকাইকের দু' সন্তানের হত্যা ৬৪২
- গনিমতের মাল বণ্টন ৬৪৩
- হযরত জাফর ইবনে আবূ তালিব ও আশআরী সাহাবাদের আগমন ৬৪৪
- হযরত সাফিয়্যার সঙ্গে বিবাহ ৬৪৫
- বকরির বিষ মিশানো ভুনা গোস্ত হাদিয়া নবী ﷺ-কে ৬৪৭
- খায়বার যুদ্ধে উভয়পক্ষে নিহত ব্যক্তিরা ৬৪৭
- ফাদাক বিজয় যেভাবে ৬৪৮
- ওয়াদিল কুরা যুদ্ধ এবং অভিনব পদ্ধতির অবলম্বন ৬৪৮
- তাঈমা ৬৫০
- মদীনায় প্রত্যাবর্তন ৬৫০
- সারিয়্যায়ে আবান ইবনে সাঈদ ৬৫১
- সপ্তম হিজরীর বাকি অভিযান ৬৫২
- যাতুর রিক্বা অভিযান ৬৫২
- সপ্তম হিজরির সারিয়্যাসমূহ ৬৫৬
- কাযা ওমরা পালন ৬৫৯
- আরও কিছু অভিযান ৬৬২

শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে পরবর্তীকালে দু'গোত্রই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সেগুলো হলো– হিমইয়ার ইবনে সাবা ও কাহলান ইবনে সাবা। বনি সাবার আরও এগারোটি বা চৌদ্দটি গোত্র ছিল যাদেরকে সাবিউন বলা হতো। সাবা ব্যতীত তাদের আর কোনো গোত্রের অস্তিত্ব নেই।

(ক) হিমইয়ার : এদের বিখ্যাত শাখার নাম হচ্ছে– (১) কুযা'আহ-এর প্রশাখাসমূহ। এরা হলো বাহরা, বালী, আলক্বায়ন, কালব, উযরাহ ও ওয়াবারাহ। (২) সাকাসিক: তারা হলেন যায়েদ ইবনে ওয়ায়িলাহ ইবনে হিমইয়ার এর বংশধর। যায়েদের উপাধি হলো সাকাসিক। তারা বনি কাহলানের সাকাসিক কিন্দাহর অন্তর্ভুক্ত নয়, যাদের আলোচনা সামনে আসছে। (৩) যায়দুল জামহুর: এর প্রশাখা হলো হিমইয়ারুল আসগার, সাবা আল-আসগার, হাযূর ও যূ-আসবাহ।

(খ) কাহলান : এদের বিখ্যাত শাখা-প্রশাখাগুলোর নাম হচ্ছে হামদান, আলহান, আশআর, ত্বাই, মাযহিজ (মাযহিজ থেকে আনস ও আন্ নাখ), লাখম (লাখম থেকে কিন্দাহ, কিন্দাহ থেকে বনি মুআবিয়াহ, সাকূন ও সাকাসিক), জুযাম, আ'মিলাহ, খাওলান, মাআ'ফির, আনমার (আনমার থেকে খাসআম ও বাখীলাহ, বাখীলাহ থেকে আহমাস) আযদ (আযদ থেকে আউস, খাজরায, খুযাআহ এবং জাফরান বংশধরগণ। এঁরা পরে শাম রাজ্যের আশেপাশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং আলে গাসসান নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অধিকাংশ কাহলানী গোত্র পরে ইয়ামান রাজ্য পরিত্যাগ করে আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণভাবে তাদের দেশত্যাগের ঘটনা ঘটে 'সাইলে আরিমের' কিছু আগে। ওই সময়ের ঘটনা, যখন রোমীয়গণ মিশর ও শামে অনুপ্রবেশ করে ইয়ামানের অধিবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জলপথের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে এবং স্থলপথের যাবতীয় সুযোগ সুবিধারও চিরতরে অবসান ঘটে। এর ফলে কাহলানীদের ব্যবসা-বাণিজ্য একদম স্থবির হয়ে যায়। তবে কেউ বলেন, সাইলে আরিমের পরে যখন তাদের খেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সব জীবনোপকরণ নিঃশেষ হয়ে যায় তখন তারা হিজরত করেছিল। যার সাক্ষ্য পবিত্র কুরআনে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّ شِمَالٍ ۚ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّ رَبٌّ غَفُوْرٌ . فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ

করতে বাধ্য হয়, কিন্তু হিমইয়ারী গোত্রসমূহ স্বস্থানে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। যে সমস্ত কাহলানী গোত্র স্বদেশের মায়া-মমতা কাটিয়ে অন্যত্র গমন করে তাদের চার ভাগে বিভক্ত হওয়ার কথা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়।

এক. আযদ : এঁরা তাদের সরদার ইমরান ইবনে আমর মুযাইক্বিয়ার পরামর্শানুক্রমে দেশত্যাগ করেন। প্রথমে এঁরা ইয়ামানের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে থাকেন। তাঁদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার আগে নিরাপত্তার ব্যাপারে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য অগ্রভাগে অনুসন্ধানী প্রহরীদল প্রেরণ করতেন। এভাবে পথ পরিক্রমা করতে করতে তাঁরা অবশেষে উত্তর ও পূর্বমুখে অগ্রসর হওয়ার একপর্যায়ে বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েন এবং যত্র-তত্র পরিভ্রমণ করতে করতে বিভিন্ন স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে নেন। তাঁদের এ দেশান্তর এবং বসতি স্থাপন সংক্রান্ত বিবরণ এখানে আলোচনা করা হলো–

ইমরান ইবনে আমর : তিনি ওমানে যান এবং তার গোত্র সেখানেই বসবাস করেন। এঁরা হলেন আযদে ওমান।

নাসর ইবনে আযদ : বনি নাসর ইবনে আযদ তুহামায় বসতি স্থাপন করেন। এঁরা হলেন আযদে শানুয়াহ।

সা'লাবাহ ইবনে আমর : এ ব্যক্তি প্রথমে হিজায অভিমুখে অগ্রসর হয়ে সা'লাবিয়া ও যূক্বার নামক স্থানের মাঝখানে বাসস্থান নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন। যখন তাঁর সন্তান সন্ততি বয়োঃপ্রাপ্ত হন এবং বংশধরগণ শক্তিশালী হয়ে উঠেন তখন মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে মদীনাকেই বসবাসের জন্য উপযুক্ত স্থান মনে করে সেখানে বসতি স্থাপন করেন। ওই সা'লাবাহর বংশধারা থেকেই উদ্ভব হয়েছিল আউস এবং খাযরাজ গোত্রের যারা পরবর্তীতে মদীনার আনসার হিসেবে পরিগণিত হয়।

হারিসাহ ইবনে আমর : তথা খুযায়া এবং তাঁর সন্তানাদি। এঁরা হিজায ভূমির বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে মার্‌রুয্ যাহরান নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে বসবাস করতে থাকেন। অতঃপর হারাম শরীফের ওপর প্রবল আক্রমণ পরিচালনা করে বনি জুরহুমকে সেখান থেকে বহিষ্কার করেন এবং নিজেরা মক্কায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করে বসবাস করতে থাকেন।

ইমরান ইবনে আমর : তিনি এবং তাঁর সন্তানাদি 'আম্মানে' বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাই তাঁদেরকে "আযাদে আম্মান" বলা হতো।

নাসর ইবনে আমর : এঁর সঙ্গে সম্পর্কিত গোত্রগুলো তুমামায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। এদেরকে আযাদে শানুআহ বলা হতো।

ফুরিয়ে গেল পানিও। কঠিন সংকটে নিপতিত হলেন হাজেরা এবং শিশুপুত্র ইসমাঈল। তবে এ ভয়াবহ সংকটেরও সমাধান হয়ে গেল আল্লাহ তা'আলার অসীম মেহেরবানিতে অলৌকিক পন্থায়।

সৃষ্টি হলো আবে হায়াত যমযমের ধারা। ওই একই ধারায় সংগৃহীত হলো দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পণ্য সামগ্রী।১০ কিছুকাল পর ইয়ামান থেকে এক গোত্রের লোকজনেরা সেখানে আগমন করেন। ইসলামের ইতিহাসে এ গোত্রকে 'জুরহুম সানী' বা দ্বিতীয় জুরহুম বলা হয়ে থাকে। এ গোত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালামের মায়ের কাছে অনুমতি নিয়ে মক্কাভূমিতে অবস্থান করতে থাকেন।

একথাও বলা হয়ে থাকে যে, প্রথমাবস্থায় এ গোত্র মক্কার আশপাশের পর্বতময় উন্মুক্ত প্রান্তরে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সহীহ বুখারীতে সুস্পষ্টভাবে এতটুকু উল্লেখ আছে যে, মক্কা শরীফে বসবাসের উদ্দেশ্যে তাঁরা আগমন করেছিলেন হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের আগমনের পর, কিন্তু তাঁর যৌবনে পদার্পণের পূর্বে। অবশ্য তার বহু পূর্ব থেকেই তাঁরা সেই পর্বত পরিবেষ্টিত প্রান্তর দিয়ে যাতায়াত করতেন।[১১]

পরিত্যক্ত স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সময় সময় মক্কাভূমিতে আগমন করতেন। কিন্তু তিনি কতবার মক্কার পুণ্য ভূমিতে আগমন করেছিলেন তার সঠিক কোনো বিবরণ পাওয়া যায়নি। তবে ইতিহাসবিদদের অভিমত হচ্ছে যে, তিনি চার বার মক্কায় এসেছিলেন- তাঁর এ চার দফা আগমনের বিবরণ এখানে তুলে ধরা হলো–

এক. কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বপ্নযোগে ইবরাহীম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালামকে দেখালেন যে, তিনি আপন পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে কুরবানি করছেন। প্রকারান্তরে এ স্বপ্ন ছিল আল্লাহ তা'আলার একটি নির্দেশ এবং পিতাপুত্র উভয়েই একাগ্রচিত্তে সেই নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَ تَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ۔ وَ نَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۔ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ۔ وَ فَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ۔

১০. সহীহ বুখারী : হাদিস-৩৩৬৪, ৩৩৬৫।
১১. প্রাগুক্ত।

একথা বলে উপদেশ প্রদান করেন যে, ইসমাঈল আলাইহিস সালামের আগমনের পর পরই যেন এ দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করে নেয়া হয়। পিতার উপদেশের তাৎপর্য উপলব্ধি করে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দ্বিতীয় এক মহিলার সঙ্গে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ মহিলা ছিলেন জুরহুম গোত্রের মুযায ইবনে আমর এর কন্যা।

তিন. হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় বিয়ের পর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পুনরায় মক্কায় আগমন করেন; কিন্তু এবারও পুত্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। পুত্র-বধূর কাছে কুশলাদি জানতে চাইলে, তিনি আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করেন। এতে সন্তুষ্ট হয়ে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দরজার চৌকাঠ স্থায়ী রাখার পরামর্শ দেন এবং পুনরায় ফিলিস্তিন অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন।

চার. তারপর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আবার মক্কায় আগমন করেন। তখন ইসমাঈল আলাইহিস সালাম যমযম কূপের কাছে বৃক্ষের নিচে তীর তৈরি করছিলেন। এমতাবস্থায় হঠাৎ পিতাকে দেখতে পেয়ে তিনি যুগপৎ আবেগ ও আনন্দের আতিশয্যে একেবারে লাফ দিয়ে উঠলেন এবং পিতা ও পুত্র উভয়ে উভয়কে কোলাকুলি ও আলিঙ্গনাবস্থায় বেশ কিছু সময় কাটালেন। এ সাক্ষাৎ এক দীর্ঘসময় পর সংঘটিত হয়েছিল যে, সন্তান-বৎসল, কোমল হৃদয় ও কল্যাণময়ী পিতা এবং পিতৃবৎসল ও অনুগত পুত্রের কাছে তা ছিল অত্যন্ত আবেগময় ও মর্মস্পর্শী। ওই সময় পিতা-পুত্র উভয়ে মিলে কা'বাগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। এ কা'বা গৃহের নির্মাণ কাজ পরিসমাপ্তির পর সেখানে পবিত্র হজ্বব্রত পালনের জন্য ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বিশ্ব-মুসলিম গোষ্ঠীকে উদাত্ত আহ্বান জানালেন।[১৩]

আল্লাহ তা'আলা মুযায-এর কন্যার গর্ভে ইসমাঈল আলাইহিস সালামের ১২টি অথবা ৯টি সুসন্তান দান করেন। তাঁদের নাম হচ্ছে যথাক্রমে– ১. নাবিত বা নাবায়ূত্ব, ২. ক্বায়দার, ৩. আদবাঈল, ৪. মিবশাম, ৫. মিশমা, ৬. দুমা, ৭. মীশা, ৮. হাদদ, ৯. তাইমা, ১০. ইয়াতুর, ১১. নাফিস, ১২. ক্বাইদুমান। ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বারোটি সন্তান থেকে বারোটি গোত্রের সূত্রপাত হয় এবং সবাই মক্কা নগরীতে বসতি স্থাপন করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের জীবনযাত্রা ছিল ইয়ামান, মিশর, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে

---

১৩. বুখারী : হাদিস-৩৩৬৪, ৩৩৬৫।

মক্কা নগরীর পুণ্য ভূমিতেই ক্বায়দার ইবনে ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশবৃদ্ধি হয় এবং কালক্রমে তাঁরা সেখানে উন্নতির স্বর্ণ-শিখরে আরোহণ করেন। অতঃপর কালচক্রের আবর্তনে এক সময় তাঁরা অজ্ঞাত অখ্যাত হয়ে পড়েন। অতঃপর সে স্থানে আদনান এবং তাঁর সন্তান-সন্ততির অভ্যুদয় ঘটে। আদনানী আরবদের বংশ পরম্পরা সূত্র বিশুদ্ধভাবে তাদের থেকেই সংরক্ষিত রয়েছে।

আদনান হচ্ছে রাসূল ﷺ-এর বংশ তালিকায় একুশতম ঊর্ধ্বতন পুরুষ। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী করীম ﷺ যখন নিজ বংশ তালিকা বর্ণনা করতেন, তখন আদনান পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ থেমে যেতেন, আর একটুও অগ্রসর হতেন না। তিনি বলতেন যে, বংশাবলী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা ভুল বলেছেন।[১৬] কিন্তু আলেমদের মধ্যে এক দলের অভিমত হচ্ছে, আদনান থেকে আরও ওপরে বংশপরম্পরা সূত্র বর্ণনা করা যেতে পারে। নবী করীম ﷺ এ বর্ণনাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। বংশধারার এ অংশটিতে ইতিহাসবিদদের যথেষ্ট মতপার্থক্য বিদ্যমান। সব বক্তব্য সমন্বয় অসম্ভব। তবে আল্লামা সুলাইমান মানসুরপুরী (র.) ইবনে সাআদ ও ইমাম তাবারী এবং মাসউদী (র.)-এর মত প্রাধান্য দেন। তাঁর অনুসন্ধান অনুযায়ী আদনান এবং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মধ্যবর্তী স্থানে ৪০জন পুরুষের ব্যবধান বিদ্যমান রয়েছে।[১৭]

যাহোক, মায়াদ্দ এর সন্তান নাযার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি ছাড়া মায়াদ্দের অন্য কোনো সন্তান ছিল না। কিন্তু এ নাযার থেকেই আবার কয়েকটি পরিবার অস্তিত্ব লাভ করেছে। প্রকৃতপক্ষে নাযারের ছিল চারটি সন্ত ান এবং প্রত্যেক সন্তান থেকেই এক একটি গোত্রের গোড়াপত্তন হয়েছিল। নাযারের এ চার সন্তানের নাম ছিল যথাক্রমে ইয়াদ, আনমার, রাবিয়াহ এবং মুযার। এদের মধ্যে রাবিয়াহ এবং মুযার গোত্রের শাখা-প্রশাখা ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে। অতএব, রাবিয়াহ থেকে আসাদ ও যুবাইয়াহ; আসাদ থেকে 'আনযাহ ও জাদীলাহ; জাদীলাহ থেকে অনেক প্রসিদ্ধ গোত্র যেমন– আবদুল ক্বায়স, নামির, বনি ওয়ায়িল গোত্রের উৎপত্তি; বকর, তাগলিব বনি

---

১৬. তারীখুত তাবারী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৭২-২৭৬, আল ই'লাম : ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৬।

১৭. তাবাকাতুল কুবরা : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৬, তারীখুত তাবারী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৭২-২৭৩, মুরুযুয যাহাব : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৭৩-২৭৪, ইবনে খালদুন : খণ্ড-২/২, পৃষ্ঠা-২৯৭, ফাতহুল বারী : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৬২২, রহমাতুললিল আলামীন : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭, ৮, ১৪, ১৭।